প্রথম আলো

তারিখ ... SEP 07 2006

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

স্বতন্ত্র বিপিটি কোর্সকে সহযোগী কোর্সে অবনমন

ফিজিওথেরাপির শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত

মারুফ ইবনে মাহবুব ও আশা নাজনীন

ফিজিওথেরাপির একটি স্বতন্ত্র পেশাদারি কোর্সকে গোপনে সহযোগী কোর্সে অবনমন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফিজিওথেরাপিস্ট ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা বলেছেন, ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি (বিপিটি) কোর্সটি পাঁচ বছর মেয়াদি ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন একে চার বছর মেয়াদি সহযোগী কোর্স করায় এর আন্তর্জাতিক মান কমে গেছে।

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এবং সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (সিআরপি) পরিচালিত এই কোর্সটির মেয়াদ কমানোয় এ পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন প্রতিষ্ঠান দুটির দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী।

জানা যায়, নিটোর আর সিআরপি এই দুটি প্রতিষ্ঠানে দুটি ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু ছিল। সিআরপিতে ছিল বিএসসি অনার্স ইন ফিজিওথেরাপি। নিটোরে ছিল বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি। দুটি কোর্সই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের আওতায় ছিল। একই অনুষদে প্রায় একই নামে দুটি কোর্স থাকায় গত বছর চিকিৎসা অনুষদের সুপারিশে এ বছর একাডেমিক পরিষদ দুই কোর্সের পরিবর্তে ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি কোর্স চালুর সুপারিশ করে। ৪ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে এটি পাস হয়। এ বছর এ কোর্সে ৩০ জন সিআরপিতে এবং ২০ জন নিটোরে ভর্তি হন।

ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বলেন, পেশাজীবী ফিজিওথেরাপিস্টদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই চিকিৎসা অনুষদ ৩ আগস্ট কোর্সটির মেয়াদ পরিবর্তনের সুপারিশ করে। এরপর ৭ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদের এক সভায় ৪ এপ্রিলের সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কেবল বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি নামে একটি চিকিৎসা সহযোগী টেকনিক্যাল কোর্স চালুর সুপারিশ করা হয়। এ সভায় ফিজিওথেরাপি-সংশ্লিষ্ট কেউ উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ১০ আগস্ট সিন্ডিকেট সভায় এটি অনুমোদন করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ফিজিওথেরাপিস্ট বলেন, পেশাদার ফিজিওথেরাপিস্ট না থাকার সুযোগে অনেক চিকিৎসক ফিজিওথেরাপিস্টের কাজ করছেন। তাই তারা চান না পেশাদার ফিজিওথেরাপিস্টরা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। একাধিক ফিজিওথেরাপিস্ট ও ফিজিওথেরাপি শিক্ষক অভিযোগ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডা. জাহিদ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ফিজিওথেরাপিস্টরা অভিযোগ করেন, ডা. জাহিদ কোর্সটিকে দ্বিতীয় গ্রেডে নামানোর চেষ্টা করছিলেন। তা করতে না পেরে তিনি কোর্সটিকে সহযোগী কোর্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

নিটোরের শিক্ষার্থী রুমকি, নজীব প্রথম আলোকে বলেন, কোর্সের মাঝপথে হঠাৎ এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রতারণার শামিল।

নিটোরের সাবেক কোর্স কো-অর্ডিনেটর সহকারী অধ্যাপক গোলাম হোসেন বলেন, হাসপাতালে প্রতি ৫০ শয্যার জন্য একজন ফিজিওথেরাপিস্ট প্রয়োজন। অথচ সারা দেশে গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ফিজিওথেরাপিস্ট মিলিয়ে মাত্র ৫০-৬০ জন ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন।

বাংলাদেশ লায়ন্স ফাউন্ডেশনের কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট শাহাদৎ হোসেন বলেন, চলতি বছরেই আন্তর্জাতিক ফিজিওথেরাপি সংস্থা নতুন কারিকুলাম দেখে কোর্সটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন মান কমানো হলে কোর্সটিকে এ স্বীকৃতি হারাতে হতে পারে।

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের প্রভাষক হাসান হাফিজুর রহমানের মতে, ফিজিওথেরাপি একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র পেশা ছিল। সহযোগী কোর্সে অবনমন করে এর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে কোর্সের শিক্ষার্থীদের বহির্বিশ্বে উচ্চতর শিক্ষালাভ ও চাকরিপ্রাপ্তির সুযোগ অনেক কমে যাবে।

এ বিষয়ে ডা. জাহিদের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। চেম্বারে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

সরকারিভাবে ১৯৯৩-৯৪ সেশন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে পঙ্গু হাসপাতালে এক বছরের ইন্টার্নিসহ পাঁচ বছর মেয়াদি ফিজিওথেরাপি ব্যাচেলর ডিগ্রি চালু হয়।

সরকারিভাবে পঙ্গু হাসপাতাল এবং বেসরকারি বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশন্স ইনস্টিটিউট (সিআরপি), বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এ ফিজিওথেরাপির ওপর স্নাতক কোর্স চালু রয়েছে।